দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ১ ~ বক্তৃতা ১

ভূমিকা

প্রিয় বন্ধুগণ, ঈশ্বরের রাজ্যে মণ্ডলীর কল্যাণের বিষয়ে এই পাঠে স্বাগতম। এই বক্তৃতামালা মণ্ডলীর মধ্যে, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে, ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে একতা এবং শান্তির দিকে কিভাবে লক্ষ্য রাখা যায় তার বিষয়ে ঈশ্বরের শিক্ষার ওপরে বর্ণনা করবে। একতা এবং শান্তি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিভেদ এবং অনৈক্য সর্বদাই ঈশ্বরের মণ্ডলীকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য শয়তানের প্রধান অস্ত্র। এবং যখন সেটা ঘটবে, তখন তা ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী রাজ্যের আরও নির্মানের জন্য ক্ষতিকর হবে। এবং কেন এটা সত্য? এর কারণ হল সেই সুস্বাস্থ্যকর এবং সক্রিয় মণ্ডলী ঈশ্বরের একটি সাধনী যা তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তারের নিমিত্তে ব্যবহার করেন। যেমনটি আমরা সকলেই জানি, পরিবার সেই চাবিকাঠি, আমাদের সমাজের সমৃদ্ধির জন্য একটি কোনের প্রস্তর। এবং একইভাবে, স্থানীয় মণ্ডলী পরিবার, অথবা ঈশ্বরের গৃহ, ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী রাজ্যের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রভুর সমস্ত বিশ্বাসী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বজনীন বিশ্বব্যাপী দেহের অন্তর্গত। তবুও, এটি একটি সত্য যে আমরা বেশিরভাগই আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীতে সহবিশ্বাসীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করি। এই স্থানীয় ধ্যান কেন্দ্রিকরনের সাথে আমরা একতা বজায় রাখার, বা অনৈক্য প্রতিরোধ করার পাশাপাশি একতা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে প্রভুর বিভিন্ন ব্যবহারিক নির্দেশাবলী অধায়ন করবো।

আমাদের প্রথম অধ্যয়ন মথি ১৮, পদ ১৫ থেকে ৩৫ শাস্ত্রাংশে যীশুর শিক্ষার ওপরে মনোনিবেশ করবে। এই শাস্ত্রাংশটি একটি স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধানের সাথে মোকাবিলা করার বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞাগুলিকে বিন্যাস করে। বন্ধুরা, যতদিন আমরা স্বর্গের বাইরে থাকবো, ততদিন পর্যন্ত এমন কিছু সমস্যা থাকবে যা বিশ্বাসীদের মধ্যে টানাপোড়েন এবং চাপ সৃষ্টি করবে। যদি মোকাবিলা না করা হয়, তবে আরও খারাপ ভাবে এই পাপময় বিষয়গুলি খারাপ বিভাজনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরের মণ্ডলীর ইতিহাস এই সত্যকে সুনিশ্চিত করে যে যেখানেই ঈশ্বর তাঁর রাজ্যকে তৈরি করেন, শয়তান সেটিকে বাঁধা দিতে এবং ধ্বংস করতে সম্পূর্ণ সময় ধরে কাজ করতে শুরু করে। এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শয়তানের কৌশল কি? এটা সবসময় বিভাজন এবং জয় করা হয়ে এসেছে। এখন, একটি শক্তিশালী এবং দৃঢ় দেশকে ধ্বংস করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল দেশটিকে স্বয়ং-ধ্বংসী করে তোলা। সুতরাং একটি গৃহযুদ্ধ উস্কে দেওয়া একটি শত্রুর জন্য সবচেয়ে কম ব্যায়বহুল এবং সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে। ঈশ্বরের রাজ্যকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় যে নির্দিষ্ট কৌশলটি শয়তান কার্যকর ভাবে ব্যবহার করেছে, তা হল বিভাজন এবং জয় করা। সরাসরি তাড়না রাজ্যের লোকেদেরকে একত্রিত করে তোলে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু বিভাজন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরীণ চাপগুলি রাজ্যটিকে খুব শীঘ্রই দুর্বল করে তুলবে। এমনকি অবিশ্বাসীদের কাছেও এই বিস্ময়টি এটাকে অনাকর্ষণীয় করে তুলবে। কেন কি যারা একসাথে থাকতে পারেনা তাদের সাথে কে যুক্ত হতে চাইবে?

সুতরাং, এই পাঠে, শয়তানের বিভাজন এবং জয় করার ধ্বংসাত্মক কৌশলকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয় সেই বিষয়ে প্রভু যীশুর ইচ্ছার ওপরে আমরা ধ্যান কেন্দ্রিত করবো। তাঁর কৌশল দ্বিমুখী। প্রভু, সঠিক শিক্ষাতে এবং জীবনে বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করতে, এবং দ্বিতীয়ত, ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা বজায় রাখতে বলেন। এটা লক্ষণীয় যে কিভাবে উভয় বিষয়গুলি যোহন ১৭ অধ্যায়ে প্রভু যীশুর নিজের প্রার্থনায় সর্বাগ্রে রয়েছে। যোহন ১৭ অধ্যায়ে, পদ ৮ এবং ১৭তে, যীশু সত্যের মধ্যে বিশুদ্ধতার বিষয়ে প্রার্থনা করছেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, কেননা "তুমি আমাকে যে সকল বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; আর তাহারা গ্রহণও করিয়াছে, . . . তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" তাঁর প্রার্থনার শেষের দিকে, তিনি ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, "আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি; যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ" – ইহা যোহন ১৭:২১। সুতরাং স্পষ্টভাবে, উভয়ই নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃত একতা শুধুমাত্র সঠিক শিক্ষা এবং জীবনের বিশুদ্ধতায় মিলিত হতে পারে। সুপরিচিত লন্ডনের প্রচারক, স্পারজিয়ন, যথার্থভাবে বলেছেন, "আমি সুনিশ্চিত যে ঐক্যবদ্ধতাকে প্রচার করার উত্তম উপায় হল সত্যকে প্রচার করা।" এবং জোনাথন এডওয়ার্ডস, যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে আমারিকায় মহান জাগরণে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত, বলেছেন, "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস তার নিজের অধ্যাপকদের মধ্যে কলহ এবং বিবাদের সময়ে বিকাশ লাভ করতে পারেনা।" অতএব, এটা আশ্চর্যের কিছু হওয়া উচিৎ নয় যে প্রভু যীশু, তাঁর প্রেরিতদের কথার মাধ্যমে, সাধুদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার এবং কিভাবে এটিকে বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে সরাসরি এবং প্রচুর পরিমাণে কথা বলেছেন। সুতরাং, আমি আপনাকে প্রধান নতুন নিয়মের শাস্ত্রের একটি নমুনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো যেখানে প্রভু ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা এবং শান্তির ওপরে জোর দিয়েছেন।

প্রথমে, আসুন আমরা পঞ্চাশত্তমীর নতুন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উদাহরণের দিকে ফিরি। প্রেরিত ৪ অধ্যায়, ৩২ পদে, আমরা পড়ি, "আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল।" একতা এবং শান্তি সেখানে রয়েছে। প্রেরিত ৯ অধ্যায়, ৩১ পদে, আমরা একটি সুন্দর সাক্ষ্যকে পড়ি, "তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্ব্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।" সুতরাং মণ্ডলী শান্তির এই পটভূমিতে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

এখন, পৌল এবং অন্যান্যদের পত্রগুলিতে বেশ কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ১২ অধ্যায়, ১৬ পদ: "তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও।" রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১৯ পদ: "অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি।" রোমীয় ১৫ অধ্যায়, ৫ এবং ৬ পদ: "ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা হও: যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।" এখন আবার, ১ করিন্থীয় ১ অধ্যায়, ১০ পদ, "কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও।" দ্বিতীয় করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়, ১১ পদ, "অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ। আনন্দ কর, পরিপক্ক হও, আশ্বাস গ্রহণ কর, একভাববিশিষ্ট হও, শান্তিতে থাক; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।" ইফিষীয় ৪ অধ্যায়, ১ থেকে ৩ পদ, "অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ" – অথবা সেই আহ্বান – "তাহার যোগ্যরূপে চল" – আবার – "সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে,

দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও।" এবং আমরা ফিলিপীয় ১:২৭-এ দেখি, "কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁহার প্রজাদের মত আচরণ কর; তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ।" এবং ফিলিপীয় ২:২-এ, পৌল যুক্ত করছেন: "তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর —একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও।" পিতরের পত্রে এগিয়ে দেখি, ১ পিতর ৩:৮, "অবশেষে বলি, তোমরা সকলে সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমিক; স্নেহবান্ ও নম্রমনা হও।"

এখন, স্পষ্টতই শাস্ত্রের এই বিষয়ে বার বার জোর যীশুর সকল অনুগামীদের বোঝাতে চায় যে মণ্ডলীর মস্তকের কাছে, প্রাধান্যের তালিকায় একতা এবং শান্তি সর্বচ্চ স্থানে রয়েছে। এবং এই জোর দেওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে একসাথে একতায় বসবাস করা ভ্রাতৃগণের জন্য ভালো এবং আনন্দদায়ক বরং এটা প্রধানত ঈশ্বরের কাছে ভালো, এবং আনন্দদায়ক, এবং গৌরবকারী। যীশু তাঁর তরুণ এবং অপরিপক্ক শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ে, দুটি স্পষ্ট মুহূর্ত ছিল যখন ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি এবং একতা গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়েছিল। প্রথমটি খুঁজে পাওয়া যায় মথি ২০ অধ্যায়, ২০ থেকে ২৮ পদে, যেখানে তাদের মায়ের মাধ্যমে যাকব এবং যোহন সর্বচ্চ স্থান লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে এটি শুধু এই দুজনের সমস্যা ছিল না, কারণ মথি ২০ অধ্যায়, ২৪ পদে লেখা রয়েছে, "এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি রুষ্ট হইলেন।"

এবার, লুক ২২ অধ্যায়, ২৩ থেকে ২৪ পদের, দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আমরা শিষ্যদের মধ্যে কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা উচিৎ তা নিয়ে তাদের ব্যস্ত দেখতে পাই। প্রায় কিশোর-কিশোরীর মতো, তারা নিজেদের নিয়ে বড়াই করছিলো, সবাই তাদের নিজেদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলো। এবং কেন তা করছিলো? একে অপরকে একটি উপকার করা থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য। এখন, সম্ভবত তাদের ছাড় পাওয়ার প্রচেষ্টাটি আমরা যোহন ১৩ অধ্যায়ে যে দৃশ্যটি লক্ষ্য করেছি তার সাথে সম্পর্কিত ছিল, যেখানে যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর শেষ নিস্তারপর্বের খাবারের জন্য তাদের সাথে একত্রিত হয়েছিলেন। কাউকে পা ধোয়ানোর কাজটি করতে হতো – একটি কাজ যা সাধারণভাবে একজন ক্রীতদাস অথবা একজন চাকরের করার কথা ছিল। কিন্তু যীশুর শিষ্যদের প্রত্যেকেই নিজেকে সেই নিচু কাজ করার জন্য যোগ্য বলে মনে করছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রভুর প্রতিক্রিয়া অত্যাশ্চর্য এবং অনুকরণীয়। একটি মৃদু তিরস্কার এবং স্পষ্ট শিক্ষার সাথে, তিনি একতার প্রতি এই আসন্ন সমস্যাটিকে শুরুতেই দমন করেছিলেন। মথি ২০ অধ্যায়ে, তাঁর রাজ্যে কে আসলে মহান সেই বিষয়ে মূল্যবান শিক্ষার দ্বারা তিনি এটা করেছিলেন। তিনি বলেন, সেইজন যে অন্যকে সেবা করে সেই মহান। তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন, "যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।" এখন, লুক ২২ অধ্যায়ে, তিনি এই শিক্ষাকে পুনরায় বলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিজের শিষ্যদের পা ধোয়ানোর মাধ্যমে এটি তাঁর ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিসেবে পালন করেছিলেন, যেমনটি যোহন ১৩ অধ্যায়ে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার বন্ধুরা, আমাদের প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্রের মহিমার কি একটি হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শনী! এবং শেষ করার পরে, তিনি এই নির্দেশনা দিলেন, যেমন আপনি যোহন ১৩ অধ্যায় ১২ থেকে ১৫ পদে পড়বেন – "আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত? কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর।"

এখন, এই অধ্যয়নে, মথি ১৮ অধ্যায় ১৫ থেকে ৩৫ পদে তাঁর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য, আমরা যীশুর চরণে বসবো। আমি এই বিষয়ে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাংশের সাথে এই শিক্ষাটিকে একত্রিত করবো, যেমন গালাতীয় ৬ পদ ১, এবং লুক ১৭, পদ ১ থেকে ৬। কিন্তু মথি ১৮ অধ্যায়ে, একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিঘ্নকারী পাপের সম্মুখে

দেহের একতা কিভাবে রক্ষা করতে হয় সেই বিষয়ে যীশু একটি পথরেখা বর্ণনা করেছেন। এবং এই বিষয়ের গুরুত্বের ওপরে যথেষ্ট জোর দেওয়া যায় না, কারণ আমরা যদি বাইবেল অনুসারে, এবং প্রেমের সাথে, এবং বিশ্বস্ত ভাবে পাপ এবং দ্বন্দ্বের বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা না করি তবে আমরা রাজ্যে আমাদের প্রধান মিত্র – পবিত্র আত্মাকে - হারাবো। পৌল ইফিষীয় ৪:৩০ শাস্ত্রাংশে পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার বিষয়ে সাবধান করেছেন – "আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।" ইফিষীয় ৪-এর প্রেক্ষাপটে, পৌল বিশ্বাসীদের মধ্যে কার্যকরী এবং প্রেমের সাথে সংযোগের বিষয়ে বলছেন। এবং যদি ভাইদের মধ্যে পাপময় রাগ, মিথ্যা কথা, তিক্ততা, ক্ষমাহীনতার মধ্যে দিয়ে নেতিবাচক সংযোগ গড়ে ওঠে – পবিত্রআত্মা দুঃখ পাবে। এবং ভ্রাতৃগণ, রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং শক্তির জন্য আর কোনও বিষয় এতো বেশি ভয়ানক নয়, যতটা যখন পবিত্রআত্মা দুঃখিত হয়। আত্মা দুঃখিত হয়। তিনি পিছিয়ে আসেন। তিনি তাঁর পবিত্রীকরণ এবং একতা স্থাপনকারী প্রভাবগুলিকে আটকে রাখবেন। তিনি আঘাতগুলিকে পচতে দেবেন, এবং তিনি এমনকি একটি সহভাগিতা থেকে চলে যেতে পারেন, যেমনটি যীশু প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে, সাতটি মণ্ডলীর প্রতি পত্রতে, অনেকবার সাবধান করেছেন।

যখন, সেই ভাঙ্গা এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিত্যক্ত সহভাগিতাগুলিতে, আমরা ফিরে দেখবো যে কোথায় অধঃপতন শুরু হয়েছিলো, তখন প্রায়শই এটা প্রকাশ পাবে যে এটি শুরু হয়েছিলো যখন একটি পাপকে উপেক্ষা করা হয়েছিলো। কারণ ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুতি সর্বদা এই ভাবেই শুরু হয়। এটা শুরু হয় ভুল পথের দিকে একটি ছোট্ট পদক্ষেপ নিয়ে। একটি পাপকে উপেক্ষা করা আরও অনেক পাপের পথ খুলে দেয়। মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে একটি পাপজনক সমস্যাকে ফেলে রাখা, যেন পায়ের গোড়ালিতে একটি কাঁটা ফেলে রাখার মত। এখন, এটাকে ফেলে রাখলে, এটা হাঁটাচলাকে কঠিন করে তুলবে। যদি এটার চিকিৎসা না করা হয়, এটা পচন শুরু করবে, এবং সংক্রমণ দেখা যাবে, যা আরও কার্জকারিতাকে বিঘ্নিত করতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। সুতরাং আসুন আমরা একসাথে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসন্ধান করার সময়ে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি।

মথি ১৮ অধ্যায়ের ভিত্তিতে, আমাদের বিষয়বস্তু, যা আমরা এই পরবর্তি অধিবেশন গুলিতে লক্ষ্য করবো, তা হবে পাপজনক সমস্যার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সমাধান – প্রেমময় এবং নম্র কিন্তু স্পষ্ট অনুযোগই একমাত্র উপায়। এখন এই শাস্ত্রাংশে আমরা গভীরভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে দেখার আগে, আমি কিছু নীতি স্থাপন করতে চাই যা আমাদের পথপ্রদর্শক হবে। প্রথম নীতিটি হল যে আমাদের ভাইয়েরা যদি কোন ভাবে আমাদের প্রতি পাপ করে থাকে, তাহলে তাদেরকে অনুযোগ করার বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞাগুলির বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে। মথি ১৮ অধ্যায় ১৫ পদে এটা স্পষ্ট। তিনি বলেন, "আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমাক নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও।" যীশু একই নির্দেশনা লুক ১৭:৩ পদে দিয়েছেন – "তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ করিও।"

এখন, এই অনুযোগ করা হল, প্রভুর নিজের শিক্ষা অনুযায়ী, আসল ভালোবাসার একটি কাজ। লেবীয় পুস্তক ১৯:১৭ শুনুন, যেখানে ঈশ্বর বলছেন, "তুমি হৃদয়মধ্যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না; তুমি অবশ্য আপন স্বজাতীয়কে অনুযোগ করিবে, তাহাতে তাহার জন্য পাপ বহন করিবে না।" আপনি কি এটা শুনতে পেলেন? কোনও পাপকে নির্বিঘ্নে ফেলে রাখা, সেই পাপীকে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। অতএব, ভালোবাসার কাজ হল এটাকে উপেক্ষা করা নয়, এমন পাপকে উপেক্ষা করা নয় যেটা সমস্যা দেয়, অথবা ধ্বংস করে, অথবা বিভাজন ঘটায় – এটি হল সেই পাপীকে প্রেমের সাথে অনুযোগ করা।

এখন, আপনি যদি বাইবেলের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলির মধ্যে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়টি লক্ষ্য করেন, তাহলে আপনি দেখবেন যে কিভাবে ঈশ্বর আদম এবং হবাকে অনুযোগ করেছিলেন। তিনি পরমদেশে ঝড় তুলে, হুমকি দিয়ে,

বা তাঁর রাগে বজ্রপাত করে প্রবেশ করেননি। পরিবর্তে, তিনি তাদেরকে একটি মৃদু প্রশ্নে আহ্বান করেন: "তোমরা কোথায়?" আরেক কথায়, তিনি বলছিলেন, "আমি তোমাদের দেখতে চাই!" যদিও তিনি আঘাতপ্রাপ্ত, অসন্তুষ্ট, যদিও তিনি তাদের কাজের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন, তিনি এটাকে ঠিক করতে চান, এবং তিনি চান না যে আমরা তাঁর থেকে নিজেদেরকে লুকাই। এবং লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বরও পাপটিকে এড়িয়ে যান নি বা উপেক্ষা করেন নি। পরিবর্তে, তিনি তাদের অনুযোগ করেছিলেন। তিনি সেটিকে উল্লেখ করলেন। তিনি সেটিকে লজ্জিত করলেন। তিনি আবরণ তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা কি ছিল? সেটা ছিল প্রেম - সেটা ছিল প্রেম। তাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের যাচঞা এবং অনুযোগের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন, "দেখো, আদম এবং হবা, পাপীদের মৃত্যুতে আমি কোনও আনন্দ পাইনা।" অন্য কথায়, "আমার এবং তোমার মধ্যে পাপের কারণে হওয়া বিচ্ছেদ অবস্থায় আমি কোনও আনন্দ পাইনা।"

এখন, আপনি আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় দেখুন – একই বিষয় সেখানে ঘটছে। তিনি প্রেমের সাথে কয়িনকে তার পাপের জন্য অনুযোগ করলেন, যাতে সে অনুতাপ করে, এবং আরও পাপ করা থেকে বিরত থাকে! এখন, ঈশ্বর কয়িনের মধ্যে অবাধ্যতার পিচ্ছিল ঢালে তার প্রথম পদক্ষেপ দেখতে পেলেন। তার হৃদয়ে হিংসা ছিল, এবং রাগ ও হত্যাকারী চিন্তাভাবনা তার হৃদয়ে বাস করছিলো। এবং প্রেমের সাথে, তিনি কয়িনকে সাবধান করলেন, "যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না?" আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। বন্ধুরা, ঈশ্বরের প্রেরণা কি ছিল? সেটা ছিল তাঁর প্রেম – সেটা ছিল কয়িনের জন্য তাঁর যত্ন।

কিন্তু হয়তো আপনি ভাবতে পারেন যে অনুযোগ করার শিক্ষাটি অন্য শাস্ত্রাংশকে বিরোধ করে কিনা, যেমন ১ পিতর ৪:৮, যেখানে ঈশ্বর বলছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা "প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।" তবুও প্রভু যীশু এখানে যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেন সেগুলি স্পষ্ট। তিনি বলেন যখন পাপ অক্ষমতা, অথবা অপরিপক্কতা, অথবা দুর্বলতা, অথবা অজ্ঞানতা বশত হয়, সেগুলির সাথে প্রেমের সাথে আচরণ কর। এখন, অভিভাবক হিসেবে, আমরা আমাদের অপরিপক্ক এবং ছোটো শিশুদের প্রত্যেকটি দুর্বলতা এবং ভুলের প্রতি মনোযোগ দিই না। এখন তারা ছোটো। তারা অবিচক্ষণ। তারা অপরিপক্ক। তারা হয়তো দুধ ফেলে দিতে পারে, অথবা তারা হয়তো টুকটাক কোনও কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে, তবুও তাঁর হয়তো না চাইতেই সেটা হয়ে গেছে। এবং তেমনটিও পাপের সাথে হয়। কিন্তু যখন এমন পাপ কাজ করা হয় যা তিক্ততা জন্মায়, অথবা রাগ, অথবা বিরক্তি, অথবা বিচ্ছিন্নতা, অথবা ঘৃণা, এবং ক্রমাগত দ্বন্দ্বকে নিয়ে আসে, সেগুলিকে অনুযোগ করা অথবা অপসারিত করার প্রয়োজন আছে, কারণ সেগুলি ধ্বংস করতে থাকবে, এবং আরও অনেক ধ্বংস করবে।

সুতরাং, দ্বিতীয় বিষয় যেটাতে আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিৎ তা হলো এই সত্য যে, আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে, যীশুর বিস্তারিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী প্রেমের সাথে অনুযোগ, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ পদে লক্ষ্য করুন, যেখানে বলছে এটা আপনাকে আপনার ভ্রাতাকে লাভ করতে সাহায্য করবে। যাকব ৫ অধ্যায়, ১৯ এবং ২০ পদে, প্রভু অনুযোগের প্রতি এই উৎসাহকে যুক্ত করেছেন: "হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ সত্য হইতে ভ্রান্ত হয়, এবং কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তবে জানিও, যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে" যা একটি পাপের ফলস্বরূপ ঘটতে থাকে।

সুতরাং স্পষ্টভাবে, মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ থেকে ২০ পদের এই ভূমিকার পরে, আমাদের প্রভুর আদেশগুলির বিষয়ে আমরা একটি বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে প্রস্তুত। এবং সেই অধ্যয়নে আমি আপনাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রত্যাশিত। ঈশ্বর আমাদের প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।